গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
আইসিটি সেল
www.mor.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিমাসে ইনোভেশন টীমের নিয়মিত সভার ধারাবাহিকতায় ২৬.১১.২০১৫ ইং তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টীম এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ	ঃ	২৬.১১.২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।
সময়	ঃ	বেলা ০৪.৩০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ	সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষ (কক্ষ নং-২০৪)

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট 'ক'।

৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার ও ইনোভেশন টীমের সদস্য সচিব-কে আহ্বান করেন। প্রোগ্রামার ও ইনোভেশন টীমের সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি মাসে ইনোভেশন টীমের সভা করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। গত ২৭.১০.২০১৫ ইং তারিখ ইনোভেশন টীমের সর্বশেষ (১০ম) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইনোভেশন টীমের আজকের সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর বিগত সভার কার্যবিবরনী পড়া হয় এবং কার্যবিবরনীর বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

৪। চলন্ত ট্রেনে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী যাত্রীদের টিটিই(ট্রেন টিকিট এক্সামিনার)-দের মাধ্যমে যদি দ্রুত Portable Electronics Machine এ টিকিট প্রদান চালূ করা হয় তাহলে বাংলাদেশ রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং আয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে। এটা করা হলে একদিকে বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মান বৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীগণ নিরুৎসাহিত হবে মর্মে আলোচনায় বলা হয়। এছাড়া টিটিই(ট্রেন টিকিট এক্সামিনার)-দের প্রতিদিন নির্দিষ্ট অংকের টাকার আদায় টার্গেট / সেলিং সিস্টেম চালুকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।

৫। ট্রেনের সময়সূচীর Display Monitor Board সংখ্যায় আরো বাড়িয়ে বিভিন্ন স্টেশনে স্থাপনের মাধ্যমে যাত্রী সাধারণের সহজ দৃষ্টিতে আনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আরও আলোচনা হয় যে, বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে নতুন যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক একই আদলে রেলওয়ের কার্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ দর্শনার্থী প্রবেশের ক্ষেত্রে Security Card Punching System এর প্রচলন করা হয় তাহলে অনাকাঙ্খিত ব্যক্তিদের রেলভবনে প্রবেশ বন্ধ হবে। এর ফলে রেলভবনের নিরাপত্তা আধুনিক হবে এবং সেবা মানের উন্নয়ন ঘটবে।

৬। বাংলাদেশ রেলওয়ে কে আরো আধুনিকিকরনের নিমিত্ত রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন ও অফিসে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা (সি সি ক্যামেরা) স্থাপনের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিগত দিক বিবেচনা করে সেনসর (sensor) / ট্র্যাক সার্কিট সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে জন সাধারনের সুবিধার্থে প্রতিটা রেল ক্রসিং এ বেল / হর্ন এবং লাইট ফ্লাসিং এর ব্যবস্থা করার বিষয়ে পর্যালোচনা হয়।

৭। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ

৭.১) বাংলাদেশ রেলওয়ের সিএসটিই (টেলিকম) এবং জেডিজি (অপি) কর্মকর্তাদ্বয়ের সমন্বয়ে বাংলাদেশ পুলিশ এবং বিআরটিসি এর বর্তমান Portable electronics machine system সরেজমিনে দেখে পরীক্ষামূলক প্রতিবেদন প্রদান করিবেন।

৭.২) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনের সময়সূচীর Display Monitor Board জয়দেবপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঈশ্বরদী, ভৈরব বাজার স্টেশনে স্থাপন করতে হবে।

৭.৩) রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে কার্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সচিবালয়ের আদলে নতুন প্রযুক্তি Security Card Punching System চালু করতে হবে।

৭.৪) ঢাকা কমলাপুর, বিমানবন্দর, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, চট্রগ্রাম, ওয়ার্কশপ (পাহাড়তলী, সৈয়দপুর), লোকেশেড (কমলাপুর, লাকসাম, পাহাড়তলী, ঈশ্বরদী), জিএম অফিস (রাজশাহী ও চট্টগ্রাম)-এ ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা (সি সি ক্যামেরা) স্থাপন করতে হবে।

৭.৫) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন মূলক "ইনোভেশন আইডিয়া" দেওয়ার জন্য পত্র দিতে হবে।

৮। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভায় অংশ গ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
রেলভবন, ঢাকা।